হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|

**বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট**
**হাইকোর্ট বিভাগ**
**(ফৌজদারী রিভিশনাল অধিক্ষেত্র)**
**উপস্থিতঃ**

**বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল**

**ফৌজদারী রিভিশন নং ১৭৮৫/২০১৯**

সেলিম দেওয়ান

---- সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-দরখাস্তকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র

-------প্রতিপক্ষ।

এ্যাডভোকেট জাফর আলীম খান

--- সাজাপ্রাপ্ত-আসামী-দরখাস্তকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

এ্যাডভোকেট লাকী আক্তার, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

------রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে

**শুনানীর তারিখ ৩০.০১.২৩, ২৮.০৩.২০২৩ এবং**

**রায় প্রদানের তারিখঃ ৩০.০৩.২০২৩।**

**বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ**

বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, দ্বিতীয় আদালত, নারায়নগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৩৬/২০১৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৫.২০১৯ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমাটি দাখিল করে অত্র রুলটি প্রাপ্ত হন।

অত্র রুলটি নিস্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যেঃ-

এজাহারকারীর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নারায়নগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রাথমিক তথ্য বিবরনী ফরম পূরন করে মামলাটি রুজু করতঃ মামলার তদন্তভার এস, আই, রাশেদ মোবারক এর উপর অর্পন করে। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে দরখাস্তকারী সহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে নারায়নগঞ্জ থানার অভিযোগপত্র নং ১৩৭ তারিখ ২১.০৩.০৭ ধারা ১৪৩/৪৪৮/৩২৩/৩২৫/৩৮০/৫০৬ দন্ডবিধি দাখিল করে।

বিচার আমলে নিয়ে জি, আর, ৭১/০৭ নং মামলায় বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৪র্থ আদালত, নারায়নগঞ্জ, দরখাস্তকারীসহ অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধির

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | ৩২৫/৩৮০/৫০৬ ধারার অভিযোগ গঠন করে গঠিত অভিযোগ আসামীদেরকে পাঠ করে শুনানো ও ব্যাখ্যা করে বুঝানো হলে আসামীগণ নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করে ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে।<br><br>অতঃপর যুক্তিতর্ক শ্রবনান্তে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৪র্থ আদালত, নারায়নগঞ্জ সেলিম দেওয়ান ও রতন দেওয়ান এর বিরুদ্ধে দন্ডবিধি ৩২৩ ধারার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত পেয়ে উক্ত ধারায় আসামীদের প্রত্যেককে ০১ (এক) বছরের সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০০০/- টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন অনাদায়ে আরো ১ (এক) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন।<br><br>উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারী ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং ৩৬/২০১৬ দাখিল করলে বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ২য় আদালত, নারায়নগঞ্জ শুনানী অন্তে ফৌজদারী আপীলটি দোতরফা সূত্রে না-মঞ্জুর করে। উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দরখাস্তকারী অত্র ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমাটি দাখিল করে রুলটি প্রাপ্ত হন।<br><br>দরখাস্তকারীপক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জাফর আলীম খান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে, রাষ্ট্রপক্ষে বিজ্ঞ ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।<br><br>অত্র ফৌজদারী রিভিশন দরখাস্ত, নথী পর্যালোচনা করা হলো। দরখাস্তকারী পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট জাফর আলীম খান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো। অপরদিকে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করা হলো।<br><br>**স্বীকৃতমতেই, অত্র দরখাস্তকারী সেলিম দেওয়ানের বিরুদ্ধে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত দন্ডবিধি ৩২৫/৩৮০/৫০৬ ধারার অভিযোগ গঠন করেছিলেন। কিন্তু রায় প্রদানের সময় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সাক্ষ্য প্রমাণ পর্যালোচনান্তে আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৩২৫/৩৮০/৫০৬ ধারার অভিযোগের প্রমাণ পান নাই। আসামীর বিরুদ্ধে ৩২৩ ধারায় অভিযোগ প্রমাণ পেয়ে উক্ত ধারায় আসামীকে সাজা প্রদান করেন।**<br><br>**গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ ধারা ৩ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ**<br><br>***"গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা ৩। (১)** ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দেওয়ানী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদারী মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা, অতঃপর ভিন্ন রকম বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে এবং কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ কোন মামলা বা মোকদ্দমার বিচার করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।* |

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | *(২) গ্রাম আদালত কর্তৃক তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন অপরাধের সহিত সম্পর্কিত কোন মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় আমলযোগ্য কোন অপরাধের দায়ে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইয়া ইতোপূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোন মামলাও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে না, যদি-*<br><br>*(ক) উক্ত মামলায় কোন নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে;*<br><br>*(খ) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোন চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে;*<br><br>*(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোন সরকারী কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোন পক্ষ হয়;*<br><br>*(৩) যে স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পন করিবার জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বা উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোন মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।''*<br><br>**উপরিল্লিখিত ধারা ৩ সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট যে, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদার মামলা কেবলমাত্র ''গ্রাম আদালত'' কর্তৃক বিচারযোগ্য। অপরকথায়, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদারী মামলা ধারা ৩(২) এর ব্যতিক্রম সাপেক্ষে ফৌজদারী আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত।**<br><br>**দন্ডবিধির ধারা ৩২৩ গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬-এর তফসিলভূক্ত হওয়ায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত কর্তৃক উক্ত ধারায় অত্র দরখাস্তকারীকে সাজা প্রদান এখতিয়ার বহির্ভূত।**<br><br>**ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২২৭ মোতাবেক রায় প্রদানের পূর্বে আদালত আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পরিবর্তন অথবা সংযোজন করতে পারেন। তবে উক্ত পরিবর্তন অথবা সংযোজন করতে হলে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২২৭(২) মোতাবেক পরিবর্তিত এবং সংযোজিত প্রত্যেকটি অভিযোগ আসামীকে অবশ্যই পড়ে শোনাতে এবং ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হবে।**<br><br>**কিন্তু অত্র মোকদ্দমায় বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ফৌজদারী কার্যবিধির ২২৭ ধারার বিধান ভংগ করে অত্র আসামীর বিরুদ্ধে সংযোজিত অভিযোগ পড়ে না শুনিয়ে এবং ব্যাখ্যা না করে নতুন সংযোজিত অভিযোগের ভিত্তিতে অত্র দরখাস্তকারীকে এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে সাজা প্রদান করে।** |

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | বিজ্ঞ বিচারিক আদালত আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে বেআইনী এবং এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে দরখাস্তকারীকে সাজা প্রদান করেন। বিজ্ঞ আপীল আদালতও একইভাবে আইনের মারাত্মক ভুল করেছেন। রুলটি চূড়ান্তযোগ্য।<br><br>অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র রুলটি চূড়ান্ত করা হলো।<br><br>বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ বিচারিক হাকিম, নারায়নগঞ্জ কর্তৃক জি, আর, মোকদ্দমা নং ৭১/২০০৭ (টি, আর নং ২৭৮/২০১২)-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ২৬.০৬.২০১৩ তারিখের রায় ও দন্ডাদেশ এবং বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, দ্বিতীয় আদালত, নারায়নগঞ্জ কর্তৃক ফৌজদারী আপীল মোকদ্দমা নং-৩৬/২০১৬-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ০৭.০৫.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।<br><br>দরখাস্তকারীকে দন্ডবিধির ধারা ৩২৩ এর অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পূর্বক খালাস প্রদান করা হলো। দরখাস্তকারী এবং তার জামিনদারকে জামিননামার দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।<br><br>**<u>অধঃস্তন সকল আমলী আদালত সমূহের প্রতি নির্দেশনাঃ</u>**<br><br>***১। সকল অধঃস্তন আমলী আদালত প্রত্যেক মামলায় অভিযোগ গঠনের সময় প্রথমেই দেখবেন যে, অভিযোগটি গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলভূক্ত তফসিলের ১ম অংশে অন্তর্ভূক্ত কোন অপরাধ কিনা। যদি দেখেন সংশ্লিষ্ট ধারাটি গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলের ১ম অংশে বর্ণিত অপরাধ এবং এর সাথে দন্ডবিধির অন্য কোন অপরাধ সংযুক্ত নাই তাহলে উক্ত মোকদ্দমা সরাসরি গ্রাম আদালতে প্রেরণ করবেন।***<br><br>***২। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিলভূক্ত কোন অভিযোগের সহিত দন্ডবিধির অন্য যে কোন ধারা সংযুক্ত থাকলে উক্ত অভিযোগ আমলী আদালত আমলে নিবেন।***<br><br>অত্র রায়ের অনুলিপি সহ অধঃস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক।<br><br>অবগতি ও পর্যালোচনার জন্য অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি অধস্তন আদালতের সকল বিচারককে ই-মেইল এর মাধ্যমে পাঠনোর জন্য রেজিষ্ট্রার জেনারেলকে নির্দেশ প্রদান করা হলো।<br><br>(বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল) |

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ..... ২০

| ক্রমিক নং | তারিখ | নোট ও আদেশ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।